(৬৫% প্রাতিষ্ঠানিক, ৫% অপ্রাতিষ্ঠানিক কিন্ত দক্ষ সেবাদানকারী কর্তৃক)

- জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১৯৭৪ এর ২.৬১% হতে হ্রাস পেয়ে ২০২২ সালে ১.২২ % হয়েছে (জনশুমারী ২০২১ চুড়ান্ত প্রতিবেদন)
- পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার ১৯৭৫ এর ৭.৭% থেকে ২০২২ সালে ৬৩.৮% এ উন্নীত হয়েছে (এমএসভিএসবি ২০২২)
- মোট প্রজনন হার বা নারী প্রতি গড় সন্তান জন্মদানের হার ১৯৭৫ সালের ৬.৩ থেকে ২০২২ সালে ২.১৫ এ হ্রাস পেয়েছে (এমএসভিএসবি ২০২২)
- পরিবার পরিকল্পনার অপূর্ণ চাহিদার হার ২০০৭ সালের ১৭.৬০ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে বর্তমানে ১০% হয়েছে (বিডিএইচএস ২০২২)
- প্রত্যাশিত গড় আয়ু ১৯৯১ সালে ৫৬.১ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২২ সালে ৭২.৪ (পুরুষ-৭০.৮, মহিলা-৭৪.২) এ উপনীত হয়েছে (এমএসভিএসবি ২০২২)

৮০০ কোটির বিশ্বে নারী ও কন্যা শিশুর প্রজননস্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জেন্ডার সমতা-বৃদ্ধি আনয়নে UNFPA -র বিশ্বব্যাপী তথ্য, অভিজ্ঞতা ও সাফল্যগাঁথাকে একত্রিত করেছে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উদযাপন। সময়ের সাথে সাথে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস এ প্রত্যয় ও সুযোগকে শানিত করে পুরো বিশ্বের কাছে অপার সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করে।

তথ্যসূত্র:

1. www.unfpa.org/data/world-population-dashboard
2. www.unfpa.org/swp2023
3. www.unwomen.org
4. World Population Prospects 2022
5. Technical Division Guidance on Population Trends, June 2022
6. UNFPA Guidance on safe and ethical Technology for Gender-Based Violence and Harmful Practices, March 2023
7. BDHS 2022
8. SVRS 2022

সংকলন, সম্পাদনা ও প্রকাশনায় :

আইইএম ইউনিট, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

৬, কাওরান বাজার, ঢাকা।

কৈশোরে গর্ভধারণ না করি, নিশ্চিত সুস্থ-সবল জীবন গড়ি

World Population Day

11 July 2023

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস

১১ জুলাই ২০২৩

Unleashing the power of gender equality: Uplifting the voices of women and girls to unlock our world's infinite possibilities

জেন্ডার সমতাই শক্তি : নারী ও কন্যাশিশুর মুক্ত উচ্চারণে হোক পৃথিবীর অবারিত সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন

Foreign, Commonwealth & Development Office

Sweden Sverige

brac

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসের প্রেক্ষাপট

১৯৮৭ সালের ১১ জুলাই বিশ্বে জনসংখ্যা ৫০০ কোটিতে উপনীত হয়। এ প্রেক্ষাপটে ১৯৮৯ সালে জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিলের তৎকালীন গভর্ণিং কাউন্সিল জনসংখ্যা বিষয়ক ধারণার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৪৫/২১৬ নং প্রস্তাব পাসের প্রেক্ষিতে ১৯৯০ সালের ডিসেম্বরে সারাবিশ্বে প্রতি বছর ১১ জুলাই বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উদযাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। **'পরিবেশ ও উন্নয়নের সাথে জনসংখ্যার সম্পর্ক'** বিষয়টি সমন্বয়ের তাগিদ থেকেই পরবর্তীতে বিশ্বব্যাপী একযোগে আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উদযাপিত হয়ে আসছে।

প্রতিপাদ্য ২০২৩

জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল কর্তৃক বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস -২০২৩ এর নির্ধারিত প্রতিপাদ্য "Unleashing the power of gender equality: Uplifting the voices of women and girls to unlock our world's infinite possibilities" বাংলায় ভাবার্থ- **"জেন্ডার সমতাই শক্তি: নারী ও কন্যাশিশুর মুক্ত উচ্চারণে হোক পৃথিবীর অবারিত সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন"**

সারা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ৪৯.৭ শতাংশ নারী ও কন্যা শিশু। তারপরও জনমিতিক আলোচনায় নারী ও কিশোরী তাদের জীবনের পছন্দ ও উপযুক্ত পেশা নির্বাচনের বিষয়ে কথা বলার সুযোগ খুব কমই পায়। এছাড়া জনসংখ্যা নীতিতেও নারী ও কিশোরীর অধিকার সমভাবে উচ্চারিত হয় না। যার ফলে বিশ্বব্যাপী ব্যক্তি বিশেষের বিশেষ করে নারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তি সীমিত হয়ে পরে। অথচ সমগ্র সমাজ ব্যবস্থায় সুখী-সমৃদ্ধ-টেকসই ভবিষ্যৎ গড়তে হলে নারী ও কিশোরীকে অগ্রাধিকার দিতে হবে সবার আগে।

সামগ্রিক উন্নয়ন ব্যাহত হওয়ার মূলে রয়েছে জেন্ডার অসমতা। বিশ্বব্যাপী এই ব্যাপক বৈষম্য নারী ও কিশোরীকে শিক্ষা, পেশা নির্বাচন এমনকি নেতৃত্বের জায়গায় অধিষ্ঠিত হতে বাধা প্রদান করে। সহিংসতা ও ক্ষতিকর অভ্যাস থেকে উদ্ভূত ঝুঁকি মোকাবেলা, প্রতিরোধযোগ্য মাতৃমৃত্যু ও প্রজননস্বাস্থ্য- এ সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ সীমিত হয়ে পরে। ফলশ্রুতিতে নারী ও কিশোরীর চাহিদা পূরণ মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্থ হয়।

কিন্তু নারীর প্রয়োজন ও চাহিদা সবসময় গুরুত্ব পাওয়ার বিষয় এবং UNFPA এ বিষয়টি সর্বদা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে। State of world Population Report এ UNFPA এর নির্বাহী পরিচালক Dr. Natalia Kanem বলেছেন, "একজন নারী বা কিশোরী ব্যক্তিগত পর্যায়ে নিজের শরীর, জীবন-যাপন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ পেলে ঐ নারী বা কিশোরীর পরিবারটি শত প্রতিকূলতার মাঝেও অস্তিত্ব বজায় রাখে ও উন্নতি লাভ করে। তাই বলা যায়, জনমিতিক পরিবর্তনের ফলে প্রতিবন্ধকতা যাই হোক না কেন এই বাকস্বাধীনতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা একজন নারীর জীবনে অনেক বেশি কার্যকর, সমন্বিত এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ"।

৮০০ কোটি মানুষের বিশ্বে সকলের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে নারী পুরুষের সমতা/জেন্ডার সমতার উন্নয়ন ঘটানো একান্ত প্রয়োজন। এজন্য প্রয়োজন নারী-কিশোরীসহ সুবিধা বঞ্চিত অন্যান্য শ্রেণির মতামতকে গুরুত্ব দেয়া। তাদের পছন্দকে গুরুত্ব দিয়ে তাদের সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

মূল বার্তা

বিশ্বের অবারিত সম্ভাবনাকে আরও বেশি টেকসই ও সঠিকভাবে কাজে লাগাতে হলে জেন্ডার সমতার উন্নয়ন-

- নারী ও কিশোরী কখন্ এবং আদৌ পরিবার গঠন করতে ইচ্ছুক কিনা তা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা পেলে জনগণ ও সমাজ আরও শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ হয়
- জনমিতিক প্রতিবন্ধকতাকে কাটিয়ে সফল হতে হলে বিশ্বের জনসংখ্যার অর্ধশক্তি নারী ও কিশোরীর সৃজনশীলতা, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র এবং দক্ষতাকে মৌলিক কার্যক্রমে কাজে লাগাতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তন, বিভিন্ন যুদ্ধ বিগ্রহসহ ভবিষ্যৎ জীবনকে ঝুঁকিপূর্ণ করতে পারে- এ সকল ক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা সর্বাগ্রে।

জেন্ডার অসমতা নারী ও কিশোরীর জন্য ক্ষতিকর ও তা তাদের অধিকারকে ক্ষুণ্ন করে-

- পছন্দ অনুযায়ী সন্তান সংখ্যা নির্ধারণে বৈষম্য অর্থাৎ প্রজননক্ষম বয়সে কতটি সন্তান চান কিন্তু বাস্তবে কতটি সন্তান গ্রহণে বাধ্য হয়েছে -এ দু'য়ের মধ্যে ব্যবধান বৈষম্যকে নির্দেশ করে
- জেন্ডার অসমতা নারী ও কিশোরীর শিক্ষা গ্রহণ, কর্মে যোগদান, নেতৃত্বস্থানে অবস্থান করতে বাধা সৃষ্টি করে
- বিশ্বের মাত্র ৬টি দেশের পার্লামেন্টে জেন্ডার সমতা

পরিবার পরিকল্পনা নারীর একার দায়িত্ব নয়, এগিয়ে আসুন ঘরের পুরুষ সদস্যটিও

নিলে আধুনিক পদ্ধতি, সুখী হবে দম্পতি

বিরাজমান। যেমন রুয়ান্ডা (৬১%), কিউবা (৫৩%), নিকারাগুয়া (৫২%), মেক্সিকো (৫০%), নিউজিল্যান্ড (৫০%), সংযুক্ত আরব আমিরাত (৫০%)

উন্নয়ন, মানবাধিকার ব্যবস্থাপনা, সরাসরি কিংবা প্রত্যক্ষ যোগাযোগ সকল ক্ষেত্রেই নারী, কিশোরী ও সুবিধা বঞ্চিত শ্রেণির স্বপ্ন পূরণ ও সুযোগ কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে যে সকল প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তা নিরূপণ করে দূর করা ও তাদের বাকস্বাধীনতা দেয়া উন্নততর জেন্ডার সমতা-

- নারীর পরিবার পরিকল্পনার উপযুক্ত পদ্ধতি ব্যবহার করে পছন্দসই পরিবার গঠনের সুযোগ হ্রাস পেলে অথবা তার যৌন-প্রজননস্বাস্থ্য অধিকার সংরক্ষিত না হলে তা শুধুমাত্র নারী ও কিশোরীর দেহের স্বাধীনতাকেই ক্ষুণ্ন করে না, সমগ্র দেশ তথা বিশ্বের ভবিষ্যৎ স্বপ্নকেও ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে
- সকলের অংশগ্রহণে বিশ্বের কাঙ্ক্ষিত জনসংখ্যা গঠনের লক্ষ্যে নারী ও কিশোরীর অধিকার ও পছন্দকে অধিক গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন

জেন্ডার সমতা আনয়নে আজকের জন্য বিনিয়োগ ভবিষ্যতে সার্বজনীন বিনিয়োগ ও উন্নয়নকে নির্দেশ করে-

- নারীর অধিকার মানেই মানবাধিকার
- নারী ও কিশোরী তাদের শারীরিক, মানসিক ও অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা পেলে তা উন্নততর পৃথিবী গড়তে উত্তম প্রভাবক হিসেবে কাজ করবে যেখানে নারী ও কিশোরী সহিংসতার স্বীকার হবে না এবং নিজেদের সক্ষমতাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারবে
- সর্বক্ষেত্রে জেন্ডার সমতার উন্নয়ন ঘটলে তা যে কোন সময়ের চেয়ে নারী ও কিশোরীকে বেশি সুরক্ষা দিতে পারে
- বিশ্বব্যাংক এর এক জরিপে বলা হয়েছে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে জেন্ডার অসমতা হ্রাস পেলে তা একটি দেশের জিডিপি বৃদ্ধিতে প্রায় ২০ শতাংশ অবদান রাখতে সক্ষম

জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (UNFPA) ও বর্তমান প্রেক্ষাপট

জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (UNFPA) কর্তৃক সমাজে সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা তথ্য-উপাত্ত, সাফল্যগাঁথা এবং তৃণমূলের উদাত্ত কণ্ঠস্বরকে অত্যন্ত দৃঢ় ও দৃশ্যমানভাবে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরা সম্ভব হলে তা সম্পদ বন্টন ও নীতি নির্ধারণকে প্রভাবিত করে। এর প্রভাবে যেকোন পরিবর্তন ত্বরান্বিতকরণ সহজ হয়। সেইসাথে নারী ও কন্যা শিশুর জন্য আশানুরূপ অগ্রগতি বয়ে নিয়ে আসাও সম্ভব হয়। জনসংখ্যাগত দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে উন্নতি লাভের জন্য সদা সক্রিয় ও রূপান্তরমূলক পথ খুঁজে পেতে UNFPA সংশ্লিষ্ট দেশগুলোকে সহায়তা করে থাকে। এ পথ দেশগুলোকে বৈচিত্রের মাঝে ঐক্য সৃষ্টি এবং অনিবার্য পরিবর্তনশীলতার মধ্যেও টেকসইভাবে এগিয়ে যাওয়ার পানে উদ্বুদ্ধ করে। এটি এমন পথ যা চতুর্দিকে বিদ্যমান অমিত সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর মাধ্যমে ৮০০ কোটি জনসংখ্যার জন্য ন্যায়সঙ্গত, সমৃদ্ধ ও টেকসই বিশ্ব ব্যবস্থা সৃজন করে।

- সারাবিশ্বের প্রায় ৪০ শতাংশের বেশি নারী যৌন প্রজননস্বাস্থ্য ও অধিকার বিষয়ে মতামত প্রকাশের সুযোগ পায় না
- নিম্ন ও মধ্য আয়ের দেশ গুলোতে প্রতি ৪ জনের মধ্যে ৩ জন নারীই তার কাঙ্ক্ষিত প্রজনন বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারে না
- সারা বিশ্বে প্রতি ২ মিনিটে গর্ভকালীন অথবা প্রসবকালীন জটিলতায় ১ জন মা মারা যান। সহিংসতার ঝুঁকির কারণে এ সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি হতে পারে
- স্বামী অথবা পরিবারের অন্য কেউ অথবা উভয়ের দ্বারা প্রায় এক তৃতীয়াংশ নারী যৌন সহিংসতার শিকার হয়
- বিশ্বের মাত্র ৬টি দেশে সংসদে ৫০ শতাংশ অথবা তার চেয়েও বেশি নারীর প্রতিনিধিত্ব রয়েছে
- বিশ্বের মোট জনসংখ্যার (৮০০ কোটি) দুই তৃতীয়াংশের বেশি নারী শিক্ষা লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত।

বিশ্বব্যাপী উন্নত যোগাযোগ উপকরণ

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে UNFPA নির্বাহী পরিচালকের বক্তব্য উন্নত যোগাযোগের উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পার। এছাড়া রয়েছে ওয়েবস্টোরি, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারণা, বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন ইভেন্ট পেইজ।

দেশব্যাপী পরামর্শমূলক প্রচারণা কার্যক্রম

- যোগাযোগ মাধ্যম সমূহে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসের

অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ রোধে, মাতৃমৃত্যু কমে

প্রসবের পরপরই পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি নিন, অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ রোধ করুন